16 رجب 1446
16/01/2025

كيفية صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم

[illegible]

নবীজির সালাত আদায়ের পদ্ধতি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মাননীয় শাইখ

আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

সকল প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার -পরিজন এবং সাহাবীদের প্রতি। অতঃপর:

আমি প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে ইচ্ছে করছি; যাতে করে যারাই এটা পাঠ করবেন তারাই সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করতে পারেন; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা সেভাবে সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।"[1] (সহীহ বুখারী) পাঠকের উদ্দেশ্যে তা তুলে ধরা হলো:

পরিপূর্ণভাবে অযু করা:

১- সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে অযু করবে, তথা মহান আল্লাহ যেভাবে অযু করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন সেভাবে অযু করবে। আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

{يَـا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُـوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّـلَاةِ فَاغْسِـلُوا وُجُـوهَكُمْ وَأَيْـدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ([2])

{ হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হবে তখন তোমাদের মুখমন্ডল এবং হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, আর মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু -সহ পা ধৌত কর।}[2].

[1] সহীহ বুখারী, আযান অধ্যায়, হাদীস নং (৬০৫), দারেমী, হাদীস নং (১২৫৩)।

[2] সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬।

[illegible]: “[illegible]”[3]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible]:

[illegible] "[illegible]" [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ([illegible]):

[illegible]: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ»

[illegible]: “[illegible]! [illegible]! [illegible]

[3] [illegible], [illegible] ([illegible]); [illegible], [illegible] ([illegible]); [illegible], [illegible] ([illegible]); [illegible], ([illegible]/[illegible])[illegible]

হয়। হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে আমার পাপ থেকে পানি , বরফ ও শিশির দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও। "

আর যদি কেউ চায় তাহলে পূর্বের দু 'আর পরিবর্তে নিম্নের দু 'আটিও পাঠ করতে পারে।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

অর্থ : "হে আল্লাহ ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তুমি প্রশংসাময় , তোমার নাম বরকতময় , তোমার মর্যাদা অতি উচ্চে , আর তুমি ব্যতীত সত্যিকার কোনো মা 'বুদ নেই। "[4] পূর্বের দু 'আ দু'টি ছাড়াও যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অন্যান্য যে সকল দু 'আয়ে ইস্তেফতাহ বা সানা বলা প্রমাণিত তা পাঠ করে তবে কোনো বাধা নেই। কিন্তু উত্তম হলো কখনও এটি আবার কখনও অন্যটি পড়া। কেননা , এর মাধ্যমে সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা হবে। অতঃপর বলবে : আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম , বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি (সালাতে) সূরা ফতিহা পাঠ করে না , তার সালাত হয় না। "[5] সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে জাহরী সালাতে (মাগরিব , এশা ও ফজর) উচ্চস্বরে আমীন বলবে , আর সিররি সালাতে (জোহর ও আসর) মনে মনে আমীন বলবে। এরপর পবিত্র কুরআন থেকে যে পরিমাণ সহজসাধ্য হয় তা পাঠ করবে। উত্তম হলো এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী আমলস্বরূপ সূরা ফাতিহার পরে জোহর , আসর এবং এশার সালাতে কুরআন মাজীদের আওসাতে মুফাস্সাল (মধ্যম ধরনের সূরা) এবং ফজরে তিওয়াল (লম্বা সূরা) আর মাগরিবের সালাতে কখনও তিওয়াল (লম্বা সূরা) আবার কখনও কিসার (ছোট সূরা) পাঠ করবে।

রুকু , তা থেকে মাথা উঠানো এবং তাতে আরও যা রয়েছে :

৭- উভয় হাত দু 'কাঁধ অথবা কান বরাবর উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে। মাথাকে পিঠ বরাবর রাখবে এবং উভয় হাতের আঙ্গুলগুলোকে খোলাবস্থায় উভয় হাটুর উপরে রাখবে। রুকুতে স্থিরতা অবলম্বন করবে। এরপর বলবে :

[4] বুখারী , হাদীস নং (৭১১), মুসলিম ,হাদীস নং (৫৯৮), নাসায়ী , হাদীস নং (৮৯৫), আবু দাউদ ,হাদীস নং (৭৮১), ইবনে মাজাহ , হাদীস নং (৮০৫), আহমাদ (২/২৩১), দারেমী ,হাদীস নং (১২৪৪)।

[5] বুখারী , হাদীস নং (৭২৩), মুসলিম , হাদীস নং (৩৯৪), তিরমিজি , হাদীস নং (২৪৭), নাসায়ী , হাদীস নং (৯১১), আবু দাউদ , হাদীস নং (৮২২), ইবনে মাজাহ , হাদীস নং (৮৩৭), আহমদ (৫/৩১৬), দারেমী , হাদীস নং (১২৪২)।

سبحان ربي العظيم. "[illegible]" [illegible]: سُبْحَانَكَ اللهُم رَبَّنَا وَبِحمدك، اللهم اغفر لي. "[illegible]"[6]

[illegible]: "سمع الله لمن حمده"

[illegible][7] [illegible]: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ؛ وَمِلَءَ مَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ "[illegible]”[8] [illegible]: أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ؛ أَحَقُّ مَا قالَ الْعَبْدُ؛ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ، اللَّهُمَّ لأَمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدَّ مِنْكَ الْجِدُّ

[illegible]

"[illegible]

[6] [illegible]

[7] [illegible]

[8] [illegible]

বান্দা। হে আল্লাহ ! তুমি যা দান করেছো , তার প্রতিরোধকারী কেউ নেই। আর তুমি যা নিষিদ্ধ করেছো তা প্রদানকারীও কেউ নেই এবং কোনো সম্মানী ব্যক্তি তার উচ্চ মর্যাদা দ্বারা তোমার দরবারে উপকৃত হতে পারবে না। "[9] কারণ এটা হাসান (সনদে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে।

রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় যেভাবে উভয় হাত বুকের উপর ছিল সেভাবে বুকের উপর উভয় হাত রাখা মুস্তাহাব। কারণ ; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওয়ায়েল ইবন হুজর এবং সাহল ইবন সা 'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণিত হাদীস থেকে এর প্রমাণ রয়েছে।

সিজদা , তা থেকে মাথা উঠানো এবং তাতে আরও যা রয়েছে

৯- আল্লাহু আকবার বলে , যদি কষ্ট না হয় তাহলে উভয় হাতের আগে দুই হাটু মাটিতে রেখে সিজদায় যাবে। আর যদি কষ্ট হয় তাহলে উভয় হাত হাটুর পূর্বে মাটিতে রাখবে। আর তখন হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী থাকবে এবং হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিত ও প্রসারিত হয়ে থাকবে। আর সিজদা হবে সাতটি অঙ্গের উপর। অঙ্গগুলো হলো : নাকসহ কপাল, দুই হাত , উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের আঙ্গুলের ভিতরের অংশ। সিজদায় গিয়ে বলবে : "سبحان ربي الأعلى" "আমার সমুন্নত রবের মহিমা প্রকাশ করছি। " সুন্নাহ হচ্ছে তিন বা ততোধিকবার তা পুনরাবৃত্তি করা। আর এর সাথে নিম্নের দু 'আটি পড়া মুস্তাহাব : سُبْحَانَكَ اللهُم رَبَّنَا وَبِحمدك، اللهم اغفر لي.

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ ফিরলী। "হে আমাদের রব আল্লাহ ! তুমি ত্রুটিমুক্ত ; প্রশংসা সবই তোমার। হে আল্লাহ ! আমাকে ক্ষমা করে দাও। "[10] সিজদায় বেশি বেশি দু 'আ করবে; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "তোমরা রুকু অবস্থায় মহান রবের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব বর্ণনা কর এবং সিজদারত অবস্থায় অধিক দু ’আ করতে চেষ্টা কর , কেননা তা তোমাদের দু ’আ কবুল হওয়ার অধিক উপযোগী অবস্থা। "[11] ফরয কিংবা নফল উভয় সালাতেই রবের কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য দু 'আ

[9] সহীহ মুসলিম , হাদীস নং (৪৭৭); সুনানে নাসায়ী , হাদীস নং (১০৬৮); সুনানে আবু দাউদ , হাদীস নং (৮৪৭); আহমদ (৩/৮৭); দারেমী , হাদীস নং (১৩১৩).

[10] বুখারী , হাদীস নং (৭৬১); মুসলিম , হাদীস নং (৪৮৪); নাসায়ী , হাদীস নং (১১২২); আবু দাউদ, হাদীস নং (৮৭৭); ইবনে মাজাহ , হাদীস নং (৮৮৯); আহমদ (৬/৪৩).

করবে। আর সিজদার সময় উভয় বাহুকে পার্শ্বদেশ থেকে , পেটকে উরু থেকে এবং উভয় উরু পদনালী থেকে আলাদা রাখবে এবং উভয় বাহু মাটি থেকে উপরে রাখবে ; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা সিজদায় বরাবর সোজা থাকবে। তোমাদের কেউ যেন তার উভয় হাতকে কুকুরের ন্যায় বিছিয়ে প্রসারিত না রাখে।"[12]

দু ' সিজদার মাঝখানে বসা ও তার পদ্ধতি

১০- আল্লাহু আকবার বলে (সিজদা থেকে) মাথা উঠাবে। বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে। দু 'হাত তার উভয় রান ও হাঁটুর উপর রাখবে এবং নিম্নের দু 'আটি বলবে: رَبِّ اغْفِرْلِي، وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاجْبُرْنِي

উচ্চারণ : রাব্বিগফিরলী , ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুকনী ওয়া আ'ফিনী ওয়াজবুরনী। "হে রব্ব , আমাকে ক্ষমা কর , আমাকে রহম কর, আমাকে হিদায়েত দান কর , আমাকে রিযিক দান কর , আমাকে সুস্থ্যতা দান কর এবং আমার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ কর।"[13] এই বৈঠকে স্থিরতা অবলম্বন করবে।

১১- আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদা করবে এবং দ্বিতীয় সিজদাতে তাই করবে , প্রথম সেজদায় যা করেছিল।

১২- সিজদা থেকে আল্লাহু আকবার বলে মাথা উঠাবে। ক্ষণিকের জন্য বসবে , যেভাবে উভয় সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে বসেছিল। এ ধরনের পদ্ধতিতে বসাকে "জালসায়ে ইসতেরাহা " বা আরামের বৈঠক বলা হয়। এটা মুস্তাহাব এবং তা ছেড়ে দিলেও কোনো দোষ নেই। এখানে পড়ার জন্য কোনো যিকির বা দু 'আ নেই। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য যদি কষ্ট না হয় তাহলে হাঁটুতে ভর করে উঠে দাঁড়াবে , আর কষ্ট হলে মাটিতে ভর করে দাঁড়াবে। এরপর সূরা ফাতিহা পড়বে। সূরা ফাতিহার পর কুরআন হতে যতটুকু তার পক্ষে সহজ ততটুকু পড়বে। অতঃপর প্রথম রাকাতে যেভাবে করেছে ঠিক সেভাবেই দ্বিতীয় রাকাতেও করবে।

[11] মুসলিম , হাদীস নং (৪৭৯); নাসায়ী , হাদীস নং (১১২০); আবু দাউদ, হাদীস নং (৮৭৬); আহমদ (১/২১৯); দারেমী , হাদীস নং (১৩২৫).

[12] বুখারী , হাদীস নং (৭৮৮); মুসলিম , হাদীস নং (৪৯৩); আহমদ (৩/১৯২).

[13] জামে আত-তিরমিজি , হাদীস নং (২৮৪); সুনানে আবু দাউদ , হাদীস নং (৮৫০); সুনানে ইবনে মাজাহ , হাদীস নং (৮৯৮).

[illegible]

[illegible]: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)

[illegible]: "[illegible]"

"[illegible]"

[illegible]:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

[illegible]: "[illegible]"

“হে আল্লাহ! শান্তি বর্ষণ করুন, মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর, যেভাবে আপনি ইবরাহীম ও তার পরিবারবর্গের ওপর শান্তি বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত। আর আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর, যেভাবে আপনি ইবরাহীম ও তার পরিবারবর্গের ওপর বরকত নাযিল করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও গৌরাবান্বিত।”[14] এরপর আল্লাহর কাছে চারটি জিনিস থেকে

আশ্রয় প্রার্থনা করবে। বলবে: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিন 'আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন 'আযাবিল ক্বাবরি, ওয়া মিন ফিতনাতিল্ মাহইয়া ওয়ালমামাতি, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল।

"আমি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের শাস্তি থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।"[15] এরপর দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করে নিজের পছন্দমত যে কোনো দু'আ করবে। যদি তার পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুসলিমদের জন্য দু'আ করে তাতে কোনো দোষ নেই, - হোক তা ফরজ সালাতে কিংবা নফল সালাতে-; কেননা ইবন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় ব্যাপকতা রয়েছে। যখন তিনি তাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন বলেছিলেন: "অতঃপর তার কাছে যে দু'আ পছন্দনীয়, তাই নির্বাচন করে দু'আ করবে।” অপর বর্ণনায় আছে: "অতঃপর যা ইচ্ছা চেয়ে দু'আ করতে পারে।" রাসূলের এ বাণী বান্দার দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত উপকারী বিষয়ের দু'আকে শামিল করে। অতঃপর (সালাত আদায়কারী) তার ডান দিকে (তাকিয়ে) "আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” এবং বাম দিকে (তাকিয়ে) “আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” বলে সালাম ফিরাবে।

[14] বুখারী, হাদীস নং (৭৯৭); মুসলিম, হাদীস নং (৪০২); তিরমিজি, হাদীস নং (১১০৫); নাসায়ী, হাদীস নং (১২৯৮); আবু দাউদ, হাদীস নং (৯৬৮); ইবনে মাজাহ, হাদীস নং (৮৯৯), আহমদ (১/৪২৮); দারেমী, হাদীস নং (১৩৪০).

[15] বুখারী, হাদীস নং (১৩১১); মুসলিম, হাদীস নং (৫৮৮); তিরমিজি, হাদীস নং (৩৬০৪); নাসায়ী, হাদীস নং (৫৫১৩); আবু দাউদ, হাদীস নং (৯৮৩); ইবনে মাজাহ, হাদীস নং (৯০৯); আহমদ (২/৪৫৪); দারেমী, হাদীস নং (১৩৪৪).

[illegible]:

[illegible]

[illegible] (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) [illegible]

"[illegible]"[16] [illegible]: « لا إلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ : لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

اللَّهُمَّ لَاَمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

بِاللَّهِ ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ؛ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ»

16 [illegible]

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা -শারীকালাহু , লাহুল মুল্ক ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা ! লা- মানি 'আ লিমা 'আতাইতা ওয়ালা মু 'তিয়া লিমা মানা 'তা ওয়ালা ইয়ানফা 'উ যালজাদ্দি মিনকাজ্জাদ্দু। লা - হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি , লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু , ওয়ালা না 'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু , লাহুননি 'মাতু ওয়ালাহুল ফাদলু , ওয়ালাহুস সানাউল হাসানু , লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদদীনা ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরূন।

"আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোনো মা'বুদ নেই , তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই , সকল বাদশাহী ও সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর উপরেই ক্ষমতাশালী।

হে আল্লাহ ! তুমি যা দান করেছো , তার প্রতিরোধকারী কেউ নেই। আর তুমি যা নিষিদ্ধ করেছো তা প্রদানকারীও কেউ নেই এবং কোনো সম্মানী ব্যক্তি তার উচ্চ মর্যাদা দ্বারা তোমার দরবারে উপকৃত হতে পারবে না। "একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো (দুঃখ কষ্ট দূরিকরণ এবং সম্পদ প্রদানের) শক্তি -সামর্থ্য নেই। "

"আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোনো মা'বুদ নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি , নিয়ামতসমূহ তাঁরই , অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) মা 'বুদ নেই। আমরা তাঁর দেওয়া জীবন বিধান একমাত্র তাঁর জন্য একনিষ্ঠভাবে পালন করি। যদিও কাফিরদের নিকট তা অপছন্দনীয়।[17] এবং "সুবহানাল্লাহ ” ৩৩ বার , "আলহামদুলিল্লাহ্ ” ৩৩ বার , "আল্লাহু আকবার” ৩৩ বার পড়বে। আর একশত পূর্ণ করতে নিম্নের দো 'আটি পড়বে:

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ؛ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُـلِّ شَـيْءٍ قَدِيرًا

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা -শারীকালাহু , লাহুল মুল্কু , ওয়ালাহুল হামদু , ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।

"আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোনো মা'বুদ নেই , তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। সকল বাদশাহী ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশালী।

[17] বুখারী , হাদীস নং (৮০৮); মুসলিম , হাদীস নং (৫৯৩); নাসায়ী , হাদীস নং (১৩৪১); আবু দাউদ, হাদীস নং (১৫০৫); আহমদ (৪/২৫০); দারেমী , হাদীস নং (১৩৪৯).

প্রত্যেক সালাতের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়বে। মাগরিব ও ফজর সালাতের পরে এই সূরা তিনটি (ইখলাস, ফালাক এবং নাস) তিনবার করে পুনরাবৃত্তি করা মুস্তাহাব; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ সম্পর্কে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এই সমস্ত যিকির বা দু'আ পাঠ করা সুন্নাহ, ফরজ নয়।

প্রত্যেক মুসলিম নারী ও পুরুষের জন্য জোহর সালাতের পূর্বে ৪ রাকাত এবং পরে ২ রাকাত, মাগরিবের সালাতের পর ২ রাকাত, এশার সালাতের পর ২ রাকাত এবং ফজরের সালাতের পূর্বে ২ রাকাত- মোট ১২ রাকাত সালাত পড়া মুস্তাহাব। এই ১২ (বার) রাকাত সালাতকে সুন্নতে রাতেবা বলা হয়; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত রাকাতগুলো মুকীম অবস্থায় নিয়মিত যত্ন সহকারে আদায় করতেন। আর সফরের অবস্থায় ফজরের সুন্নাত ও (এশা পরবর্তী) বিতর ব্যতীত অন্যান্য রাকাতগুলো ছেড়ে দিতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর এবং মুকীম উভয় অবস্থায় উক্ত ফজরের সুন্নাত ও বিতর নিয়মিত আদায় করতেন।

উত্তম হলো এই সকল সুন্নতে রাতেবা এবং বিতরের সালাত ঘরে পড়া। যদি কেউ তা মসজিদে পড়ে তাতে কোনো দোষ নেই। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "ফরজ সালাত ব্যতীত মানুষের অন্যান্য সালাত নিজ ঘরে পড়া উত্তম।"

18 এই
সমস্ত রাকাতগুলো (১২ রাকাত সালাত) নিয়মিত যত্ন সহকারে আদায় করা জান্নাতে প্রবেশের একটি মাধ্যম; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি দিবা- রাতে ১২ রাকাত সালাত (সুনানে রাওয়াতিব) আদায় করবে, তা‘আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।"

19 ইমাম মুসলিম তার সহীহ
মুসলিম গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

যদি কেউ আসরের সালাতের পূর্বে ৪ (চার) রাকাত এবং মাগরিবের সালাতের পূর্বে ২ (দুই) রাকাত এবং এশার সালাতের পূর্বে ২ (দুই) রাকাত পড়ে, তাহলে তা উত্তম; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর স্বপক্ষে বিশুদ্ধ দলীল আছে।

18 বুখারী, হাদীস নং (৫৭৬২); মুসলিম, হাদীস নং (৭৮১); তিরমিজি, হাদীস নং (৪৫০); নাসায়ী, হাদীস নং (১৫৯৯); আবু দাউদ, হাদীস নং (১৪৪৭); আহমদ (৫/১৮৬); মালেক (২৯৩); দারেমী, হাদীস নং (১৩৬৬). 19 মুসলিম, হাদীস নং (৭২৮); তিরমিজি, হাদীস নং (৪১৫); নাসায়ী, হাদীস নং (১৮০১); আবু দাউদ, হাদীস নং (১২৫০); ইবনে মাজাহ, হাদীস নং (১১৪১); আহমদ (৬/৩২৭).

আল্লাহই তাওফীকদাতা। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তার অনুসারী তাদের প্রতিও।।।

Index

পরিপূর্ণভাবে অযু করা:...3 কিবলামুখী হওয়া:..4 তাকবীরে তাহরিমা, তাকবীর দেয়ার সময় হাত উঠানো এবং বুকের উপর হাত বাঁধা:...4 সালাত শুরু করার দু‘আ (সানা পাঠ):...4 রুকু, তা থেকে মাথা উঠানো এবং তাতে আরও যা রয়েছে:.................6 সিজদা, তা থেকে মাথা উঠানো এবং তাতে আরও যা রয়েছে................7 দু' সিজদার মাঝখানে বসা ও তার পদ্ধতি.......................................9 দুই রাকাতবিশিষ্ট সালাতে তাশাহ্হুদের...................................9 জন্য বসা ও তার পদ্ধতি..9 তিন বা চার রাকাতবিশিষ্ট সালাতে তাশাহ্হুদের জন্য বসা ও এর পদ্ধতি:..12